জনকণ্ঠ

তারিখ 02 OCT 2002
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ছাত্র রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হলে জাতীয় রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ 'কেমন ছাত্র রাজনীতি চাই শীর্ষক জাতীয় সংলাপে বক্তারা ছাত্র রাজনীতি কলুষিত হওয়ার পিছনে জাতীয় রাজনীতিকে দায়ী করে বলেন, ছাত্র রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হলে প্রথমে জাতীয় রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হবে। দলীয় লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে ছাত্রদের অধিকারভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যাবে না। ছাত্র রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীকে একসঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

ঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফাউন্ডেশন এই সংলাপের আয়োজন করে। সংগঠনের ভাপতি ড. সুফী এম আসাদুজ্জামান রিপনের ভাপতিত্বে সংলাপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টা থকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সংলাপ চলার কথা থাকলেও

'কেমন ছাত্র রাজনীতি চাই' শীর্ষক জাতীয় সংলাপ

শষ পর্যন্ত দুপুর দুটোয় অনুষ্ঠান মুলতবি করা হয়। াগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যে নতুন তারিখ ঘোষণা করে াকি সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সংলাপে ক্তৃতা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল সলাম সেলিম, ড. এম শমসের আলী, সাবেক পররাষ্ট্র তিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, নাজিমুদ্দীন আলম মপি, আনসার আমীন, এএইচএম জামাল উদ্দিন মুখ। সংলাপ অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতা কেএম ওবায়দুর হমান, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, হায়দার আকবর খান রনো, ণী কবীরসহ বেশ কয়েকজন উপস্থিত থাকলেও লাপ মুলতবি করার কারণে তাঁরা বক্তৃতা করেননি।

দকার মোশাররফ হোসেন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ছাত্র জনীতি নিয়ে মানুষ যে গর্ব করত, তা আজ বিলীন ত চলছে। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতির কারণেই ২. '৬৯, '৭১ ও সর্বোপরি '৯০-এর স্বৈরাচারী ন্দোলনে বিজয় হয়েছে। তিনি ছাত্র রাজনীতির অতীত তিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য সকলকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, ছাত্র রাজনীতি যে অধিকারভিত্তিক রাজনীতি থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, তার প্রমাণ হলো, গত দু'টি সংসদীয় সরকার ক্ষমতায় থাকার পরও আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন না হওয়া এবং ছাত্র সংগঠনের নীরব ভূমিকা। তিনি বলেন, ছাত্ররা চাইলে অনেক কিছুই পারে।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, ছাত্র আন্দোলন আজ রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। আগে ছাত্ররা তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করত। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন দল রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। তিনি দলীয় লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে এসে অধিকার নিয়ে আন্দোলন করার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

এম শমসের আলী বলেন, দলীয় লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। ছাত্রদের অধিকারভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ছাত্র রাজনীতি আজ লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হচ্ছে। প্রতিটা ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন দলের হয়ে কাজ করছে। ছাত্র রাজনীতি এখন টেন্ডারবাজি আর চাঁদাবাজিতে রূপ নিচ্ছে। এর জন্য তিনি জাতীয় রাজনৈতিক দলকে দায়ী করে বলেন, দেশের বড় বড় রাজনীতিবিদ তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেশের মেধাবী ছাত্রদের ব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য।

ডাকসুর সাবেক এজিএস নাজিমুদ্দীন আলম এমপি ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করার পিছনে জাতীয় রাজনীতিকে দায়ী করে বলেন, ছাত্র রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হলে জাতীয় রাজনীতিকে কলুষ মুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির মতো আর কোন দেশে এ রকম রাজনীতি নেই। ছাত্র রাজনীতি হওয়া উচিত ছাত্রদের অধিকারভিত্তিক রাজনীতি। আর এ জন্য ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ ডিবেটিং সোসাইটির পরিচালক জামাল উদ্দিন বলেন, ছাত্র রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর ইচ্ছাই যথেষ্ট। আর এ জন্য তাঁদের দু'জনকে একসঙ্গে আলোচনা করার আহ্বান জানান তিনি।